১ নভেম্বর ২০১৩

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অক্টোবর ২০১৩

কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে সে বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক সহিংসতা
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ
জাতীয় সংসদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) বিল
নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা
নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরী। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশ গ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করার কারণে *অধিকার* গত অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেনি। সমস্ত প্রতিকুলতা মোকাবেলা করেই *অধিকার*

অক্টোবর মাসের প্রতিবেদন প্রকাশ করলো। *অধিকার* এর সংগে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা জেল-হুলিয়া-হয়রানি, হুমকি ও গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে থেকেও এদেশের জনগণের মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে সেটাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের ফলশ্রুতিতে ১৪৪ ধারা জারী, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধকরণ ও রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি

১. প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক চরম অনাস্থার কারণে এবং তাদেরই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিলো। বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে ও প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদ ও আপত্তি উপেক্ষা করেই কোনরকম গণ ভোট বা জনমত যাচাই ছাড়াই ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি পাশ করে। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমান ২০১১ সালের ৩ জুলাই বিলটিতে সম্মতি দেয়ায় তা সংবিধানের অর্ন্তভুক্ত হয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং এর ফলে নির্বাচনগুলো দলীয় সরকারের অধীনেই হতে হবে বলে সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়। উচ্চ আদালত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করার পরও আগামী দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়ার ব্যাপারে যে মত দিয়েছিলো, পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে তারও আর কোন সুযোগ থাকেনি। এই সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে ৭ অনুচ্ছেদের সঙ্গে নতুন দুটি উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত করায় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের দিক থেকেও ভয়াবহ ও বিপদজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের মূল কারণ পঞ্চদশ সংশোধনী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বদলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে চাইছেন এবং তাঁর দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সর্বদলীয় সরকারের প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী; অপরদিকে বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া ও তাঁর জোট চাইছেন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এই ব্যাপারে কোন আলাপ আলোচনা বা সমঝোতার পরিবেশ ক্ষীণ হওয়ায় সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে।

২. এরই মধ্যে সরকার অক্টোবর মাসে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে; তবে বিরোধী দলের প্রতিবাদের মুখে তাদের ডাকা কিছু সভা-সমাবেশ সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রামে শর্তসাপেক্ষে করার অনুমতি দেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় ১৪৪ ধারা জারী করে বিরোধীদলীয় সভা সমাবেশ পণ্ড করে দেয়া হয়। অপরদিকে প্রধান বিরোধী দল ২৭-২৯ অক্টোবর সারা দেশে ৬০ ঘন্টার হরতাল ডাকলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গাড়ী ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, হাতবোমা বিস্ফোরন ঘটানো হয়। সরকার এবং বিরোধী দলীয় ব্যক্তিদের বাড়ীসহ বিচারকদের বাড়ী এবং টিভি চ্যানেল অফিসের সামনে হাতবোমার বিস্ফোরন ঘটানো হয় ও গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে। এই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে ও অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে ও আইন শৃঙখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতেও অনেক মানুষ মারা যায় বলে জানা গেছে। বিরোধীদলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের নেতা কর্মীদের গণগ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এ সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। অক্টোবর মাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

৩. চলমান রাজনেতিক পরিস্থিতিতে ২৫ অক্টোবরকে সামনে রেখে ২০ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকায় এবং পরবর্তীতে ২৪ অক্টোবর ভোর থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীতে ও রাত ১২ টা থেকে বরিশাল মহানগরীতে সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।[১] এই নিষেধাজ্ঞা জারীর পর উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ শর্তসাপেক্ষে ১৮ দলীয় জোটকে সোহরাওয়ার্দী

[১] মানবজমিন, ২৪ অক্টোবর ২০১৩

উদ্যানে, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষ শর্তসাপেক্ষে ১৮ দলীয় জোটকে কাজীর দেউরীতে এবং আওয়ামী লীগকে শহীদ মিনারে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরিশালে শর্তসাপেক্ষে ১৮ দলীয় জোটকে মিছিল করার অনুমতি দেয়। কিন্তু সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়।

৪. গত ২৫ অক্টোবর কক্সবাজারের চকরিয়ায় ১৮ দলের নেতা কর্মীরা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল করার চেষ্টা করলে মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে বিজিবি-পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম বাদশা (২৮) ও বিএনপি কর্মী মোহাম্মদ মিজান নিহত হন।[২]

৫. গত ২৫ অক্টোবর নীলফামারী জেলা সদরে বিএনপি জামায়াত ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ কমপক্ষে ৫০ জন আহত হন। গুলিবিদ্ধদের মধ্যে শিবির কর্মী মোসলেমউদ্দিন (২০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এসময় বিরোধীদলীয় কর্মীরা ৩টি বাস ভাংচুর করে এবং একটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৩]

৬. গত ২৫ অক্টোবর চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ১৮ দলীয় নেতা কর্মীরা চাঁদপুর-রায়পুর সড়কের আল মদিনা হাসপাতালের সামনে মিছিল নিয়ে আসে। এই সময় তাঁরা জোর করে স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এই সময় পেছন থেকে শিবির কর্মীরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ে এবং পরে গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ (৩০), জাহাঙ্গীর (২৮) ও শরীফ (৩০) নামে তিন ব্যক্তি নিহত হন। এছাড়া ফরিদগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেদ সরকার ও বিএনপি নেতা জয়নাল আবেদীনসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন।[৪]

৭. গত ২৫ অক্টোবর নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদিতে ১৮ দল, আওয়ামীলীগ ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখি সংঘর্ষে এসপি আনিসুর রহমান, সদর এএসপি নিষ্কৃতি চাকমাসহ ২০ পুলিশ সদস্য এবং দুই পক্ষেরই অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ১৮ দলীয় জোটের কর্মীরা নোয়াখালী জেলা আওয়ামীলীগ অফিস ভাংচুর করে এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৫]

৮. গত ২৬ অক্টোবর হরতালের আগের দিন রাজধানী ঢাকায় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী হাসান মাহমুদ, আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম মিয়ার বাসভবনে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এ ঘটনায় সরকারীদল ও বিরোধীদল উভয়ে উভয়কে দায়ী করেছে।[৬]

৯. গত ২৭ অক্টোবর হরতালের প্রথম দিনে যশোরের অভয়নগর উপজেলায় নওয়াপাড়া পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন শিমুল তাঁর কয়েকজন সহযোগী নিয়ে মাইক্রোবাসে চড়ে হরতাল বিরোধী মহড়া দেয়ার সময় হরতাল সমর্থকরা আলমগীর হোসেন শিমুলকে কুপিয়ে হত্যা করে।[৭]

১০. গত ২৭ অক্টোবর হরতালে পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের চরবলেশ্বর এলাকায় যুবলীগের কর্মী স্বপন শীলের বাড়িতে বিএনপি-জামায়েতের কর্মীরা হামলা চালিয়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে।[৮]

---

[২] ইত্তেফাক ও মানবজমিন ২৬ অক্টোবর ২০১৩

[৩] ইত্তেফাক ও মানবজমিন ২৬ অক্টোবর ২০১৩

[৪] ইত্তেফাক ও মানবজমিন ২৬ অক্টোবর ২০১৩

[৫] নোয়াখালী থেকে *অধিকার* এর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন, ২৬ অক্টোবর ২০১৩

[৬] মানবজমিন ২৭ অক্টোবর ২০১৩

[৭] যশোর থেকে *অধিকার* এর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন, ২৮ অক্টোবর ২০১৩

[৮] প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০১৩

১১. গত ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় হাসমতের দোকান এলাকায় হরতাল সমর্থকরা একটি ট্রাক লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়ে মারে। এতে ট্রাকটির চালক মোহাম্মদ ওয়াসিম (৩৫) চোখ ও মাথায় আঘাত পেলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ওপর উল্টে যায়। এই ঘটনায় ট্রাক চালক মোহাম্মদ ওয়াসিম মারা যান।[৯]

১২. গত ২৮ অক্টোবর সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, জাতীয় পার্টির নেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, দুদক চেয়ারম্যান বদিউজ্জামান এবং সাংবাদিক আবেদ খানের বাসার সামনে হাততবোমা ছোঁড়া হয়। এদিন বিএনপির ঢাকা মহানগর শাখার আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা এবং সদস্য সচিব আবদুস সালামের বাসায় বোমা হামলা ও গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে।[১০]

১৩. গত ২৯ অক্টোবর বিএনাপর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাড়ীর সামনে হাত বোমা বিস্ফোরিত হয়।[১১]

১৪. গত ২৯ অক্টোবর ঢাকায় পশ্চিম জুরাইনের বালুর মাঠে রহিমা (৯) নামে এক শিশু অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিল। পাশেই একটি সিমেন্টের পরিত্যক্ত বস্তার নিচে লাল টেপে মোড়ানো একটি বস্তু দেখতে পেয়ে রহিমা সেটা হাত দিয়ে তা তুললে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে তার দুই চোখ, হাত, পেটসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় রহিমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।[১২]

১৫. গত ২৯ অক্টোবর কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ধুরং বাজারে হরতালের শেষ মুহূর্তে সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে মোহাম্মদ ইউনুস (২০) ও আবু বক্কর (৬০) নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন।[১৩]

১৬. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২৭ জন নিহত এবং ৩৪৩৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতার সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে ১২ জন নিহত হয়েছেন।[১৪] ২৫ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ২৬৩০ ব্যক্তি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।[১৫]

১৭. সারা দেশে অক্টোবর মাসে বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে ১৭ দিন হরতাল হয়েছে। এর মধ্যে দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে তিনদিন এবং আঞ্চলিক হরতাল হয়েছে ১৪ দিন।

১৮. *অধিকার* চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, বর্তমান সংকাটপন্ন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য অবিলম্বে দুই দলকে আলোচনা করে রাজনৈতিক সমাধান বের করে আনতে হবে। বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ বন্ধ করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের পাল্টা কর্মসূচি দেয়া এবং এই অজুহাতে ১৪৪ ধারা জারি করা সরকারকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। দেশে যে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তার দায়ভার থেকে কেউ বের হয়ে আসতে পারবে না। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার মেনে চলতে হবে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

---

[৯] চট্টগ্রাম থেকে *অধিকার* এর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন, ২৯ অক্টোবর ২০১৩

[১০] প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০১৩

[১১] ঢাকা ট্রিবিউন, ২৯ অক্টোবর ২০১৩

[১২] প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০১৩

[১৩] প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০১৩

[১৪] বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড- পৃ-৫, অধিকার এর মানবাধিকার প্রতিবেদন (১-৩১ অক্টোবর, ২০১৩)

[১৫] মানবজমিন, ৩০ অক্টোবর ২০১৩

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৯. অক্টোবর মাসে ১৫ ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় জনগণের ওপর পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি'র মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অংশ হিসেবে ১২ জন গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখিত ১৫ জনের মধ্যে তিনজন র‍্যাব ও পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

২০. বাংলাদেশে বর্তমান বাস্তবতা হলো যে, এই দেশের অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভিতে শুধুমাত্র সরকারী খবরাখবরই পরিবেশিত হয়। বর্তমান সরকার বিরোধী দলীয় ও ভিন্ন মতের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যথা চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি চ্যানেল ও আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০১৩ সালের ১১এপ্রিল থেকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আবার অন্যদিকে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার ওপর রিপোর্ট করার সময় কর্তব্যরত সাংবাদিকরা বিভিন্নভাবে আক্রমনের শিকার হয়েছেন ও বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অফিসের সামনে হাতবোমার বিস্ফোরন ঘটানো হয়েছে ।

২১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে অক্টোবর মাসে ১৫ জন সাংবাদিক আহত, তিনজন লাঞ্ছিত, একজন হুমকির শিকার এবং একজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অভিযোগ রয়েছে।

২২. ১৮ দলীয় জোটের ডাকা তিন দিনের হরতালের আগের দিন গত ২৪ অক্টোবর ঢাকায় বেসরকারি চারটি টেলিভিশন চ্যানেল ৭১ টিভি, মাই টিভি, দেশ টিভি ও এটিএন-বাংলা কার্যালয়ের গেটে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা হাত বোমার হামলা চালায়। এসব ঘটনায় ৭১ টিভি'র সিনিয়র নিউজ এডিটর জাকারিয়া বিপ্লব ও ক্যামেরাম্যান আলমগীর হোসেন আহত হন।[১৬]

২৩. গত ২৮ অক্টোবর ঢাকার মগবাজার ওয়ারলেস গেটের সামনে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের গাড়ী লক্ষ্য করে একদল পিকেটার হাতবোমা ছুঁড়ে মারলে গাড়ীর ভেতরে থাকা সাংবাদিক রাশেদ নিজাম আহত হন। [১৭]

২৪. গত ৩০ অক্টোবর পাক্ষিক চিন্তার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ফরহাদ মজহার এর বিরুদ্ধে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ও নিউ নেশন পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি অমিয় ঘটক পুলক এবং ৩১অক্টোবর তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক আনোয়ার হোসেন তেজগাঁও থানায় জিডি করেন। সাংবাদিকদের ওপর বোমা হামলার 'উস্কানির' অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই জিডি করা হয়। গত ৩১ অক্টোবর ফরহাদ মজহার এই অভিযোগের বিরুদ্ধে এক বিবৃতিতে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, "তাঁর কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একটি অংশের বিবৃতি দেখে আমি স্তম্ভিত,বিমূঢ় ও হতবাক। সারা দেশে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ খুবই দুঃখজনক। গণমাধ্যমের ওপর কেন হামলা হয়,আমি ২৮ অক্টোবর রাতে'একুশের রাত' টকশোতে তারই ব্যাখা ও বিশ্লেষণ হাজির করেছি। সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ যেভাবে তা ব্যাখা করেছেন তা যে সর্ম্পূণ মিথ্যা,তাঁরা নিজেরা তাঁদের নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করলেই বুঝবেন"। [১৮]

২৫. *অধিকার* সংবাদ কর্মীদের ওপর আক্রমণের নিন্দা, সমস্ত বন্ধ মিডিয়া অবিলম্বে খুলে দেয়া এবং আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এর মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

---

[১৬] ইত্তেফাক, ২৭ অক্টোবর ২০১৩

[১৭] প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০১৩

[১৮] মানবজমিন/নয়াদিগন্ত ১ নভেম্বর ২০১৩

জাতীয় সংসদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) বিল পাশ

২৬. গত ৬ অক্টোবর জাতীয় সংসদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) বিল পাশ হয়েছে। এতে কয়েকটি অপরাধ জামিন অযোগ্য করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সংশোধিত আইনে নূন্যতম সাত বছর ও সর্বোচ্চ ১৪ বছর কারাদণ্ড অথবা ১ কোটি টাকা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ২০০৬ সালে তৎকালিন চারদলীয় জোট সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন প্রণয়ন করে; যেখানে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ডের বিধান ছিল এবং আইনে কিছু অপরাধ আমলযোগ্য নয় হিসেবে বলা ছিল। কিন্তু নতুন সংশোধনীতে এই ধরনের সব অপরাধই হবে আমলযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। এর আগে এই আইনে মামলা করতে হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু এখন পুলিশই অপরাধ আমলে নিয়ে মামলা করতে পারবে।

২৭. এই আইন সংবিধানে বর্ণিত মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এ আইনের অপব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের দাবি জানাচ্ছে।

নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ

২৮. গত ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে সরকারী দলের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩ উত্থাপন করেন। পরে এটি কণ্ঠভোটে পাস হয়।

২৯. বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন প্রতিরোধের ব্যাপারে দেশে কোন আইন ছিল না। এই বিলটি পাসের ফলে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন প্রতিরোধে একটি আইনী রক্ষাকবচ তৈরি হল।

৩০. এই বিলটিতে বলা আছে কোন ব্যক্তি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করলে নূন্যতম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা একলক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৯] *অধিকার* আশংকা করছে যে, বিলের এই অংশটি নির্যাতন প্রতিরোধে আইনটির কার্যকারিতা নষ্ট করবে। কারণ যাবজ্জীবন কারাদন্ডের পরিপূরক অর্থদণ্ড হতে পারে না। তাছাড়া বাংলাদেশ এখনো অপশোনাল প্রটোকল টু দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার (অপক্যাট) অনুস্বাক্ষর করেনি। এই আইনটির যথোপযুক্ত বাস্তবায়নের জন্য অপক্যাট অনুস্বাক্ষর করা অত্যন্ত জরুরী। অপক্যাট অনুস্বাক্ষর করলে নির্যাতন প্রতিরোধে একটি জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হবে, যার ফলে একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি জাতীয় পর্যবেক্ষণ দল যে কোন আটকের স্থান বা ডিটেনশেন সেন্টার নিয়মিত পরিদর্শন করতে পারবে। নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত সেল গঠন করারও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপরাধের তদন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হবার সম্ভাবনাই থাকে বেশী । সুতরাং এই আইনটির কার্যকারিতার জন্য দ্রুত অপক্যাট অনুস্বাক্ষর করা বাঞ্চনীয় এবং যাবজ্জীবন অথবা অর্থদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ড অর্থাৎ উভয় দণ্ডই রাখা যেতে পারে।

৩১. *অধিকার* মনে করে, ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে এটা উত্থাপিত হলেও মূলত ভিকটিম পরিবার এবং মানবাধিকার কর্মীদের চাপে বর্তমান সরকারের শেষ সময়ে এসে এটা পাশ হয়েছে। এই আইনটি পাশের ব্যাপারে *অধিকার* ২০০৯ সাল থেকেই প্রচারণা চালিয়ে আসছিল এবং সরকার ও বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে এই আইনটি পাশের জন্য অনেকগুলো বৈঠকও করে।

[১৯] ঢাকা ট্রিবিউন, ২৫ অক্টোবর ২০১৩

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩২. ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ প্রতিনিয়তই বাংলাদেশের সীমান্তে নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, অক্টোবর মাসেও এর অন্যথা হয় নাই।

৩৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসেও বিএসএফ দুইজন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে বিএসএফ একজনকে গ্রেনেড ছুঁড়ে এবং একজনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এছাড়াও বিএসএফ ১১ জনকে আহত করেছে। এঁদের মধ্যে বিএসএফ আটজনকে গুলি করে ও তিনজনকে নির্যাতন করে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১৫ জন।

৩৪. *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে,ভারত দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের মধ্যেকার সমঝোতা এবং আর্ন্তজাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের প্রায়ই দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এই দেশের নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৩৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে, বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভের সময় ১৪৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া আগুনে পুড়ে ও পদদলিত হয়ে আরও ১২০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এই সময়ে ৩২ জন শ্রমিককে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে।

৩৬. গত ৮ অক্টোবর গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বেরাইদেরচালা এলাকায় পলমল গ্রুপের আসওয়াদ কম্পোজিট মিলস লিমিটেড নামের একটি পোশাক শিল্প কারখানায় আগুন লেগে সাতজন শ্রমিক- কর্মচারী নিহত হন। এ ঘটনায় আরো কয়েকজন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন বলে তাঁদের স্বজনরা দাবি করেছেন। আগুন লাগার প্রায় ১০ ঘন্টা পর ফায়ার সার্ভিস কারখানার আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।[২০]

৩৭. তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ এই কারখানাগুলোর শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে শোষিত হচ্ছেন। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো ঘটছে। পোশাক কারখানাগুলোর বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির কারণে ঘন ঘন আগুন লেগে শ্রমিকরা নিহত ও আহত হচ্ছেন। কিন্তু তারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণও পাচ্ছেন না। *অধিকার* পোশাক শিল্প কারখানাগুলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং এগুলোকে সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছে, যাতে একদিকে শ্রমিকদের নিরাপত্তাসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য গুরত্বপূর্ণ এই শিল্পকেও বাঁচিয়ে রাখা যায়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৩৮. অক্টোবর মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১০টি মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি মন্দিরে আগুন দেয়া হয়েছে ও ১৭টি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।

৩৯. গত ১৩ অক্টোবর পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার সুন্দরদিঘী ইউনিয়নের ছলিমনগর দাসপাড়া গ্রামে দুর্গাপূজা চলাকালীন পুজামন্ডপে মেয়েদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিত করে স্থানীয় কয়েকজন যুবক। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ অক্টোবর রাতে স্থানীয়ভাবে সালিস বৈঠকের আয়োজন করা হলে বৈঠকে অভিযুক্তরা দোষ স্বীকার না করে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার জের ধরে পাশের

[২০] নয়াদিগন্ত, ১০ অক্টোবর ২০১৩

একটি পূজামণ্ডপে লক্ষীপূজা চলাকালে একদল দুবৃর্ত্ত হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করে এবং মন্দিরের পাশে পুরোহিতের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় দেয়। এই ঘটনায অন্তত দশজন আহত হন।[২১]

৪০. গত ৩০ অক্টোবর লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার দুরঘাট কাকিনা গ্রামে একদল দুষ্কৃতিকারী দুর্গা মন্দিরে হামলা চালিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দির কমিটির সভাপতি রঞ্জিত কুমার মহোন্তো বলেন, স্থানীয় একটি দুর্বৃত্ত চক্র দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরের জায়গা দখল করার পাঁয়তারা করে আসছিল। ভীতি সৃষ্টি করার জন্য ঐ দুর্বৃত্তরাই মন্দিরে আগুন লাগিয়ে থাকতে পারে। এ ঘটনার পর গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলো আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এবং পরবর্তীতে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর ঘটে সেই জন্য প্রার্থনা করছেন।[২২]

৪১. *অধিকার* অবিলম্বে সরকারকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে ও তাদের উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতারও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪২. নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটেই চলেছে। *অধিকার* মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে এবং এতে সহিংসতা বেড়েই চলেছে; ফলে আইনের সঠিক ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

ধর্ষণ

৪৩. অক্টোবর মাসে মোট **১৯** জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে পাঁচজন নারী, **১৩** জন মেয়ে শিশু এবং একজনের বয়স জানা যায় নি। উল্লেখিত পাঁচজন নারীর মধ্যে একজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং চারজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। **১৩** জন মেয়ে শিশুর মধ্যে একজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং দুইজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ।

যৌন হয়রানী

৪৪. অক্টোবর মাসে মোট ২৯ জন নারী ও শিশু বখাটে কর্তৃক যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন একজন নারী। এছাড়া বখাটে দ্বারা আহত হয়েছেন দুইজন, একজনকে অপহরণ, অপর একজনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ও ২৪ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে দুইজন পুরুষ নিহত ও **১১** জন পুরুষ আহত হয়েছেন এবং একজন নারী নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। এছাড়া আরও ০৬ জন নারী ও শিশুকে বিভিন্ন ব্যক্তি ধর্ষণের চেষ্টা করেছে।

যৌতুক সহিংসতা

৪৫. অক্টোবর মাসে **১৬** জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৯ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ০৬ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়কালে যৌতুক এর কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একজন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

[২১] প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০১৩

[২২] লালমনিরহাট থেকে *অধিকার* এর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন, ৩১ অক্টোবর ২০১৩

পরিসংখ্যান: ১-৩১ অক্টোবর ২০১৩*												
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৫	৭	৫	৫	৪	৫	৯	৭	৩	৩	৫৩
	নির্যাতন মৃত্যু	০	১	০	০	৩	৩	০	১	২	০	১০
	গুলিতে নিহত	২	৭২	৪৭	২	৬৩	১	০	২	০	১২	২০১
	পিটিয়ে হত্যা	২	১	০	০	০	১	০	০	০	০	৪
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	১
	মোট	৯	৮১	৫২	৮	৭০	১০	৯	১০	৫	১৫	২৬৯
নির্যাতন (জীবিত)		৫	৩	৩	২	০	০	২	০	০	১	১৬
গুম		২	১	১	৮	৪	২	০	০	০	০	১৮
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫	১	২	১	৩	৩	৩	৫	২	২	২৭
	বাংলাদেশী আহত	১৬	৭	৬	৪	১০	১০	৩	৩	৩	১১	৭৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	১২	৩	১৬	১২	১০	৭	১২	১৩	১৬	১৫	১১৬
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩	৬	৬	২	১২	৩	৭	৭	২	৪	৫২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	আহত	২০	১৮	২১	১৭	১৩	৫	৯	৪	০	১৫	১২২
	হুমকির সম্মুখীন	২	৩	৭	৯	০	৩	১	৩	০	১	২৯
	আক্রমণ	০	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	৭
	লাঞ্ছিত	১	৫	৪	২০	০	০	০	০	২	৩	৩০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৮	৮৬	৭৬	২৬	৪৬	৯	৩১	৮	১২	২৭	৩৩৯
	আহত	১৬৪৩	২৭৭২	৩০৫৫	১৪৫০	৯৪৮	৮৬২	১২৭৮	৮৬৪	১০৫৬	৩৪৩৩	১৭৩৬১
এসিড সহিংসতা		৫	৩	২	৪	১	৩	৩	১০	১১	১	৪৩
যৌতুক সহিংসতা		৩৭	৪২	৫৪	৬৪	৪৬	৫৩	১৮	২০	৫৬	১৬	৪০৬
ধর্ষণ		১০৯	৯৩	১১৫	১১১	৪৩	৭৯	৬১	৬৬	৫৬	১৯	৭৫২
যৌন হয়রানীর শিকার		৪৪	৩১	৫১	৪৬	১১	৩৩	২৬	১৪	৩৬	২৯	৩২৭
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯	১০	৪	২	০	২	২	৪	৪	১৩	৫০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭	৮	১০	৬	৯	১১	১২	১৯	৮	১৩	১১৩
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	৮	০	০	১১২৯	১	১	০	১	০	৩	১১৪৩
	আহত	২৩৫	১৭৮	৭৫	২৬৮৩	৩৬১	২৬৭	৯৮	১৪৫	৫২৮	২৬৬	৪৮৩৬

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে দুই প্রধান দলকে অলোচনা করে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে হবে । বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে দুই পক্ষ ব্যর্থ হলে সেই পরিস্থিতিতে দেশে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশংকা করছে *অধিকার*।

২. শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেয়া যাবে না। বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদলকেও শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচী পালন করতে হবে।

৩. বিরোধী দলীয় টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যম বন্ধের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে।

৪. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি *আইন ২০০৬* (সংশোধিত ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৫. সরকারকে নির্যাতন প্রতিরোধে অপশোনাল প্রটোকল টু দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার (অপক্যাট) অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

৬. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও এর নিয়মিত মহড়া উন্নত করতে হবে এবং শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরী, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে। তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে।

৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে ও সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।